প্রতিধ্বনি the Echo
An Online Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India.
Website: www.thecho.in

স্বর্ণকুমারী দেবী ও নারীশিক্ষার সেকাল

(Swarnakumari Devi o Narisikshar Sekal)

Dr. Geeta Saha
Vice-Principal, Rabindrasadan Girls' College, Karimganj, Assam, India

Abstract

The attempt of this paper is to show the contribution of Swarnakumari for the development and expansion of women education in her time. Being born as fifth daughter in a progressive family Maharshi Debendranath Tagore and elder sister of Rabindranath Tagore she herself knocked by barriers of conservative societies superstations. Though she was a lady of an enlightened and reputed family yet it was not an easy task for doing something for the society especially for women hood. Despite all societal restrictions the first lady novelist in Bengali literature remarkably contributes for women, which are reflected in her works. She contributed much in almost all the branches of Bengali Literature like fiction, poems, novel, drama etc. In political field also for the benefit of the society especially for women she established a women organization called 'Sakhisamiti', which aimed to educate the poor women and to make them self-dependent by teaching some practical courses like tailoring, painting, embroidery etc.

স্বর্ণকুমারী দেবীর সময়কাল (১৮৫৬-১৯৩২)। সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশ-শাসনাধীন। ইংরেজদের কড়া শাসনে ভারতবর্ষের শিক্ষাদীক্ষা সমাজ ব্যবস্থায় একটি দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি তখন চূড়ান্তভাবে বিপন্ন, ঠিক এমনই এক যুগসন্ধিক্ষণে ঊনিশ শতকের শেষার্ধে কলকাতার নারীসমাজের অন্যতম নেত্রীস্থানীয়া স্বর্ণকুমারীর আবির্ভাব। তিনি নারীসমাজের অনেক কল্যাণকর দিকেরই ছিলেন পুরোধা। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসের তিনিই ছিলেন প্রথম মহিলা প্রতিনিধি। ইংরেজিতে দেওয়া তাঁর ভাষণ শ্রোতাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল।

বস্তুতঃ ঠাকুর পরিবার নব্যবাংলার অভ্যুদয়ের ইতিহাসে এক বিরাট দায়িত্বপালন করেছেন। এই পরিবারের বহু প্রতিভাশালী মনীষী বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির নানাদিক দিয়ে বাঙালিকে ঋদ্ধ ও গৌরবান্বিত করেছেন। এই প্রতিভার পরিচয় এই পরিবারের নারীরাও দিয়েছেন। স্বর্ণকুমারী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা-ভগিনী ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম কন্যা। ১২৬৩ সালের ১৪ই ভাদ্র (ইং ১৮৫৬, ২৮শে আগষ্ট) তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে স্বর্ণকুমারীর শিক্ষালাভ পিতৃগৃহেই হয় এবং বাংলা ও সংস্কৃতি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই পরিবারের অন্তঃপুরের মাহিলারাও বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন। বস্তুতঃ ঠাকুর পরিবারটিকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বললে অত্যুক্তি হয় না। এই বৃহৎ পরিবারের কেউই সূর্য ছিলেন না। এরূপ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে স্বর্ণকুমারী শিক্ষায় পারদর্শিনী হয়ে উঠবেন তাতে আর বিচিত্র কি? স্বর্ণকুমারীর স্বরচিত 'সাহিত্যস্রোত' গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের

একটি সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে --- ''আহার-বিহার পূজা-অর্চনার ন্যায় সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে (ঠাকুরবাড়ীর) লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটা নিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবঠাকুর পাঁজি পুঁথি হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে থাকিতেন, তেমনি স্নানবিশুদ্ধা শুভ্রবসনা গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী বিদ্যালোকে বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃতিবিদ্যায় ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। অতএব বাংলাভাষা জানিতেন ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্ত ইঁহার চমৎকার বর্ণনাশক্তি ছিল। কথকতা ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও থাকিত তাঁহারাও বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দেবদেবী বর্ণনা, প্রভাতবর্ণনা শুনিতে কৌতুহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। বৈষ্ণবী আসিতেন অন্তঃপুরের চতুঃসীমাবদ্ধ মহিলাদের জন্য। বালিকা, নববধূ ও বিবাহিতা বালিকা কন্যারা ইঁহারা কাছেই শিক্ষালাভ করিতেন। কিন্তু বাড়ীর অবিবাহিতা কন্যাগণ বালকদিগের সহিত একত্র অধ্যয়ন ও ও গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গমন করিত। ইহাতে আর কিছুই না হউক, বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার ভিত্তি সমানভাবেই গঠিত হইত।''

''বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর নিকট প্রথম বাংলা শিক্ষার পর কিছুদিন একজন খ্রীষ্টান মিশনারী মহিলা আসিয়া ইংরেজী পড়াইয়া যাইতেন। মেয়ের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ বলিয়া পিতৃদেবের মনে হইল না। তারপর একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে শিক্ষকতার কাজ লইয়া প্রথম প্রবেশ করেলেন। বৌঠাকুরানী, তিনজন মাতুলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার নিকট অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরেজী স্কুলপাঠ্যপুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল।''

তবে বাড়ীর পুরুষ সদস্যরা বিশেষ করে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ভাইদের নিকটও তিনি যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছেন। তবে সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য ও বড় প্রেরণা তিনি পেয়েছেন তাঁর স্বামী জানকীনাথ ঘোষালের কাছে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার দশমীগ্রামের সম্ভ্রান্ত কুলীন জমিদারবংশীয় জানকী নাথের সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। দেশহিতৈষী কর্মীরূপে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁরই উৎসাহও অনুপ্রেরণায় স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য রচনাও বিশেষভাবে বিকশিত হয়।

সঙ্গীতের প্রতিও তাঁর ছিল অত্যন্ত অনুরাগ। শৈশবের এই সঙ্গীতানুরূপই তাঁকে পরবর্তীকালে গান ও কবিতা রচনাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

স্বর্ণকুমারী দেবী আমাদের দেশে সর্বপ্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক — যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন। উপন্যাস-লেখিকা ও মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা হিসেবে তিনি বাংলা সাহিত্য যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তা সত্যিই গৌরবের। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'দীপ নির্বাণ'।

স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা, গান, বিদ্যালয়-পাঠ্যপুস্তক, প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখে বাংলা সাহিত্যকে নানাদিক দিয়ে করেছেন সমৃদ্ধ। উপন্যাসের মধ্যে 'দীপ নির্বাণ', 'স্নেহলতা', 'ছিন্নমুকুল', ফুলের মালা, 'ইমামবাড়ী', 'বিদ্রোহ', 'মেবাররাজ', 'কাহাকে', 'বিচিত্রা', 'স্বপ্নবাণী', 'মিলনরাত্রি' প্রভৃতি বিখ্যাত। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' তাঁর আঠারো বৎসর বয়সের রচনা। তাঁর ছোটগল্পের বই 'নবকাহিনী', 'মালতী'। নাটকের বই- 'রাজকন্যা', 'দিব্যকমল', 'কনেবদল', 'পাকচক্র'। কৌতুকনাট্য — 'দেবকৌতুক'। কবিতাও গানের বই — 'বসন্ত উৎসব' 'উৎসব-গাথা' ইত্যাদি। বিদ্যালয় পাঠ্যবই — 'বর্ণবোধ', 'ব্যাকরণ', 'বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ', 'পৃথিবী', 'গল্পসল্প', 'কীর্তিকলাপ', 'সাহিত্যস্রোত', 'বাল্যবিনোদ'। 'ফুলের মালা' ও 'কাহাকে' উপন্যাস দুইটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 'দিব্যকমল' নাটকটির 'প্রিন্সেস কল্যাণী' নামে জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর 'সাহিত্যস্রোত' ১ম খণ্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক হিসেবে মনোনীত হয়। স্বর্ণকুমারীর সমাধিক খ্যাতি ঔপন্যাসিক হিসেবে।

'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা তাঁর জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বস্তুতঃ মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রবর্তক হিসেবে যে কয়জন মুষ্টিমেয় প্রতিভাশালী ব্যক্তি এদেশে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁদের অন্যতম। আবার যে কয়েকটি মাসিক পত্রিকা জগতে যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছে 'ভারতী' তাঁদের অন্যতম। 'ভারতী' পত্রিকা দুইবারে দীর্ঘ আঠারো বৎসর কাল তিনি সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকা থেকে বিদ্যায় গ্রহণকালে তিনি যে কথাগুলি লিখেছিলেন তা চিরস্মরণীয় ---

"পুরাতন চিরস্থায়ী নহে অথচ তাহার মৃত্যুও নাই, সে বর্তমানে নূতন। পিতামাতা সন্তানে জীবিত, পূর্বস্রোত পরবর্তী স্রোতে প্রবাহিত, অতীত ভবিষ্যতে সম্মিলিত। নূতন লীন হইতে না পারিলেই পুরাতনের প্রকৃত মৃত্যু, পুরাতনের প্রধান ধর্ম নূতনকে অনুগামী করা অর্থাৎ পথ দেখান, অন্যকথায় নূতনকে গঠিত করিয়া তোলা, ইহাতে যে সফলতা লাভ করে তাহার জীবন সার্থক। আমার বহুদিনব্যাপী সাহিত্যসেবার যদি এই উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সার্থক হইয়া থাকে তবেই আমি ধন্য।"

স্বর্ণকুমারী জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি 'সাহিত্যস্রোত' পুস্তকটি প্রকাশ করেন।

১৩৩৬ সালে সাহিত্য সম্মেলনের সভানেত্রীরূপে স্বর্ণকুমারী সুচারুরূপে সেই বিরাট সম্মেলনের কার্য পরিচালনা করেছিলেন। বাংলাসাহিত্যে তাঁর অপূর্ব প্রতিভার পুরস্কারস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী' স্মৃতিপদকে সম্মানিত করেছিলেন। কিছুকাল তিনি বঙ্গীয় থিয়োসফিকেল সোসাইটির মহিলা বিভাগের সভানেত্রী ছিলেন। ১৮৮৯তে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে, ১৮৯০তে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। নারীমঙ্গালের প্রচেষ্টায়ও স্বর্ণকুমারী অগ্রণী ছিলেন। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতায় তিনি 'সখিসমিতি' নামে একটি মহিলাসমিতি গঠন করেন যার উদ্দেশ্য ছিল নারীসমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনা।' ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে বন্ধুভাবে মিলামিশার উৎসাহ প্রদান, তাঁদের মনে দেশের কল্যাণচিন্তা ও হিতৈষণার উদ্রেক, দরিদ্র হিন্দু বালিকাদের জন্য একটি নিকেতন স্থাপন করে তাদেরকে শিক্ষিত করে আত্মনির্ভরশীল ও সমাজসেবায় সমর্থ করা; উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করে নারীশিক্ষার বিস্তারসাধনে এবং ভারতীয় কলা ও পণ্যশিল্পের উন্নতিসাধনে সাহায্য করা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। এই সমিতির শুভপ্রভাবে ও পৃষ্ঠপোষকতায় আগে প্রতিবৎসর মহিলা শিল্পমেলার অনুষ্ঠান হতো। এই মেলা সম্পূর্ণভাবে মহিলারা চালাতেন। কেবল মহিলাদেরই এতে প্রবেশের অধিকার ছিল। সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয় দ্বারা তাদের মনোরঞ্জন করা হতো।

নারীশিক্ষাবিস্তারেও সমাজগঠনে এবং সমাজ সংস্কারে এই মহীয়সী মহিলার অসামান্য অবদান কোনওদিনই ভুলার নয়। ১৯৩২এর ৩রা জুলাই ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

তথ্যসূত্র :-

১. বাংলার বিদুষী — শ্রী অনিল চন্দ্র রায়, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলিকাতা - ১২

২. স্মরণীয় যাঁরা (৫ম খণ্ড) পুনশ্চ ৯এ / নবীন কুণ্ডুলেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ ১৮০০-১৯৬০) ইউনাইতেড বুক এজেন্সী, টি ৩১/বি কলেজ রো/কোলকাতা — ৭০০০০৯